শ্রীরতন কুমার দে

শোনা ভেল্কীর ছড়া

আম জামের—ছড়া

আমের— নাকি হাম হয়েছে,
জামের— নাকি জ্বর !

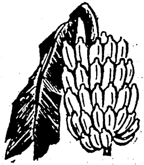

কলার— নাকি ঠাণ্ডা লেগে
ভাঙল গলার স্বর !

আনারসের—বেনারসের
দিদি সেদিন এসে,
বেনারসী শাড়ী কিনে
দিলেন ভালবেসে ।

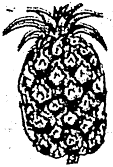

পেঁপে— গেলেন ক্ষেপে ভীষণ
ক্ষেন্তি পিসীর পরে—
দাঁত নাকি তার উপড়ে দেবেন
কিল, ঘুষি আর চড়ে !··

লিচু— কিছু জমিয়ে টাকা
লালটু মিঞার সাথে,
হালতু গিয়ে ফালতু টাকা
উড়িয়ে এলেন রাতে !…

আখের— টাকে কালকে কাকে
ঠুকড়ে দিল জোরে,
আজে বাজে বকছে এখন
বেজায় জ্বরের ঘোরে !

আঙ্গুর— নাকি বাঙ্গুর গিয়ে
করবে বিয়ে মাঘে !!
শুনে বাবা সিঙ্গুর থেকে
ছুটে এলেন রাগে !

সরবতীর— ক্ষয় আর ক্ষতির
নেইকো লেখাজোখা—
বাড়ীর চাকর চুরি করে
বানিয়ে গেছে বোকা !

বেদানা— দু' চোখ কানা
ভিক্ষে করে খায়,
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'
খোল বাজিয়ে গায়।

জামরুলকে— হুল্ দিয়েছে
ভীমরুলেতে ভোরে
ভুল বকছে জ্ঞান হারিয়ে
বিষের জ্বালার ঘোরে।

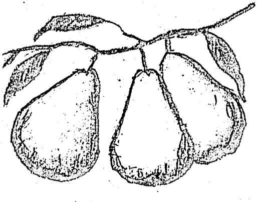

কাঁঠাল— নাকি বদ্ধ মাতাল
আবোল—তাবোল বকে!
ঠা···ঠা···রোদেই শুয়ে থাকে
শান বাঁধান রকে।

নেস্‌পাতি— কিনে হাতী
পিঠেতে তার চড়ে,
পাতিপুকুর নাতির বাড়ী
রওনা দিলেন ভোরে।

কেউ কি জানে ?

"হাতেম তাইয়ের" হাতী, তার যে নাতির নাতি,
তার নাকি ভাই দেখা মেলে আজও, গেলে কাঁথি !

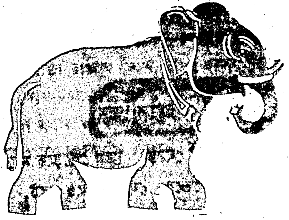

যে ঘোড়াতে চড়ত প্রতাপ, চৈতকের সে ছানা,
তার যত সব নাতনী, নাতীর, চোখ নাকি সব কানা !!
চশমা ছিল চেঙ্গিস খাঁয়ের, টুপিও গোটা কুড়ি,
চীনের চুয়াং নিয়ে গেছেন লুকিয়ে, করে চুরি ?
সাজাহানের গানের খাতা, নুরজাহানের নূপুর,
পালিয়েছিল নিয়ে নাকি—দারা শিকোর শ্বশুর ?
কেদার রায়ের আপন ভাইয়ের বসার চেয়ারখানা,
চার হাজারে কিনেছে তা' নিত্য গোপাল জানা ?···
ঈশা খাঁয়ের কাপটি চা-য়ের, মুড়ি খাওয়ার বাটি,
ইদ্রু মিঞার ঘরেই আছে, কাছেই কামারহাটি।
মহারাণী পদ্মাবতীর—মতির গলার হার,
জব চার্নকের জামাই নিয়ে বিলেত পগারপার।
তার পরে তা ভিক্টোরিয়ার নাতির নাতি নিয়ে,
বেচেছিল হাজার ফ্রাঁতে—বুলগেরিয়ায় গিয়ে।

মীরজাফরের নিজের ঘরের আলমারী আর খাট,
কেউ কেনেনি, কিনতে লাগে—মোটে টাকা ষাট,
যে চটিটা বিদ্যাসাগর মেরেছিলেন ছুঁড়ে,
কেউ জানে কি, এখন সেটা—আছে শান্তিপুরে
দিতে পারি এমনতর গোপন খবর নানা,
কিন্তু ভায়া, গুরুর আদেশ—বলতে বেশী মানা।

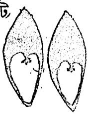

তুর্কী ঘোড়ার ডিম

এক নাকি সে' তুর্কী ঘোড়া ডিম পেড়েছে মাঠে
খেঁকশেয়ালী খাদ্য ভেবে যেই দিয়েছে চেটে,
অমনি সেটা ফেটে
বাচ্চা ফুটে খট্ খটাখট্ চলল হঠাৎ ছুটে।
খেঁকশিয়ালী পেছন পেছন করল তাড়া তাকে
ভুতি খোলার মাঠ পেরিয়ে শিমুলতলীর বাঁকে;

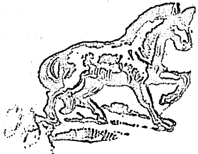

ঠ্যাং ছুঁড়ে চাট্ দিল জবর খেঁকশেয়ালীর নাকে
নাকের ব্যথায় আজও নাকি ডুকরে ভীষণ কাঁদে।
খবর পেয়ে উড়ে এলো কাঁকিনাড়ার কাকে
নাকেতে নয়, দিল ওষুধ খেঁকশেয়ালীর টাকে,
গোদের ওপর বিষফোঁড়ার এই দুঃখ জানায় কাকে?
তিনশো টাকা ভিজিট নাকি দিতেই হবে তাকে।

চক্ষু বোজার দেশে

চক্ষু বোজা রাজার দেশে, কাজ হতো সব মনে—
বল দেখি—রাজ্যটা সে কোথাতে কোনখানে ?
"অঘা মঘার"—রাজ্য সেটা, কোথাতে নেই জানা—
হতে পারে তুরস্ক কি হনলুলু, ঘানা।
হতে পারে ফিজি কিংবা পেরু, দামাস্কাসে,
খুঁজে একটু দেখে নিও—স্কুলের ইতিহাসে।
মজা কিন্তু সে দেশেতে—খাঁটি ষোল আনা,
পড়লে মনে ভাসে নাকি—পুকুর জলে ছানা।
গাছে নাকি দিলে ঝাকি মণ্ডা-মেঠাই ঝরে
রসগোল্লা গড়গড়িয়ে আপনি আসে ঘরে।
পানতুয়া সব পানের গাছে, বকুল গাছে বোঁদে,
সন্দেশ সব ছড়িয়ে থাকে—সকাল বেলার রোদে।
ছানার গজা, আহা মজা ! জবার গাছে ফোটে,
দৈ, দুধ্ সব গল্‌গলিয়ে পাতাল ফুঁড়ে ওঠে।
পিঠে পায়েস আয়েস করে শুয়ে থাকে ছাদে,
চেটে পুটে না খেলে কেউ—ডুকরে নাকি কাঁদে।
পয়সা নাকি পানিফলের মতন গাছে ফলে,
টাকাগুলো রাস্তা দিয়ে হাত ধরে সব চলে।
হাওয়ায় ভাসে নোটের গোছা—হাল্কা মেঘের মতো,
ইচ্ছে হলে ভর্তি পকেট, কে নেবে নাও কতো !
ইত্যাদি সব মজার ব্যাপার চক্ষু বোজার দেশে,
মুস্কিল ঐ দেশটি খুঁজে পাইনি ইতিহাসে।

হারান মামা

দেখতে কি চাও—বুকের পাটা ?
যাও চলে যাও—হরিণঘাটা।
হরিণঘাটার হারান মামা—
বাঘের নাকে—ঘষেন ঝামা।
বুনো মোষের মুণ্ডু ধরে—
দাঁত ফেলেছেন একটি চড়ে॥

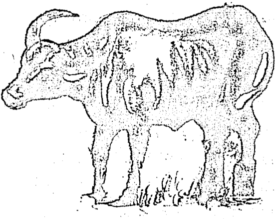

হাতীর বুকে দিয়ে লাথি—
ভেঙেছেন তার—বুকের ছাতি।
হরিণ ঘাটার—হারান মামা,
নয় যদিও—গোবর গামা।
শুট্‌কো শরীর, হেংলা মতো—
অথচ তার শক্তি কতো!
বাইরে গরম, নরম মনে—
দিন কাটে তার—নাচে, গানে।
গাইছে সদাই সা—রে—গা—মা—
সুখেই আছেন হারাণ মামা।

গর্দভ রাগিণী

গানের দাপট—দিচ্ছে ঝাপট, ঝড় যেন সে শন্‌শন্‌—
কানের দফা গয়া সবার, ঘুড়ছে মাথা বন্‌বন্‌।
গাইছে খেয়াল, গজল, ধামার, টপ্পা নাকি তরজা—
শুনে সবার বন্ধ ঘরের—জানলা এবং দরজা।
নানা সুরের খিচুড়ী সে—সুরের মুড়িঘণ্ট—
রাস্তা ফাঁকা, কেনা বেচা, এক্কেবারে বন্ধ।

কোট কাছারী, অফিস বাড়ী, দোকানদারী বিলকুল—
বন্ধ সবই, হাটবাজার, যতেক আছে ইস্কুল।
বাচ্চা কাঁদে মায়ের কোলে, মা গিয়েছেন "মুচ্ছো"—
দিদা ছোটেন দাদুর পিছে, জীবন করে তুচ্ছ।
গানের গমক—দিচ্ছে ধমক—ফাটছে যেন পটকা—
থরথরিয়ে কাঁপছে দালান, আর বুঝি নাই রক্ষা!
"রক্ষা করো, অক্কা পাবো"—করছে সবাই চিৎকার—
ডেকে পুলিশ, করছে নালিশ, প্রাণটি বাঁচাও সব্বার।
পুলিশ সেও পালিয়ে বেড়ায়, ফেলে হাতের ডাণ্ডা,
মাথা নাকি ঝিম্‌ঝিমিয়ে—হাত, পা, তাদের ঠাণ্ডা!
কোথা থেকে আসছে এ সুর, গাইছে এ কোন মূর্খে—
অসুর যেন করছে তাড়া, পাঁচমেশালী সুর সে?
কামাল কিনা করল শেষে—দস্যি, দামাল পংকা,
দূর করল সবার মনের ভয় ভীতি আর শংকা।
পরিত্রাহী চেঁচাচ্ছিল—এক সাথে কয় উজবক্‌,
বেঁধে দড়ি, আনল তাদের, গোটা সাতেক গর্দভ।

টাকের ট্যাক্‌শো

টাক টাক, থাক থাক
বাজিও না বাজনা,
টাকে চাঁটি—দিলে খাঁটি
দিতে হবে খাজনা।
খাজনা সে কম নয়
গুনে গেঁথে একশো,
তার সাথে পাঁচ সিকে
মাঝে মাঝে ট্যাক্‌শো।
আইন এই করে গেছে
আগ্রার জমিদার,
ফাইন নাকি দিতে হবে
রাজা প্রজা, সব্বার!
টাক দেখে দূর থেকে
নাকখত দিলে কেউ—

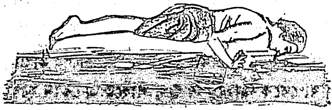

কুকুরের মত ডেকে
হামা দিয়ে করে ঘেউ ঘেউ।
সাত খুন মাপ তার
খাজনা ও ট্যাকশো,
দিতে আর হবেনাকো
টাকা গুনে একশো—।

জবর খবর

জবর খবর বাদশা বাবর, পাঁপড় খেতেন ভোরে,
ভাবছ বুঝি এসব খবর—পেলাম কেমন করে ?
এ—ইতিহাস পাবে কি কেউ কোথাও গিয়ে খুঁজে ?
রেখেছি সব লিখে খাতায়—অনেক ভেবে' বুঝে।
কেউ কি জানে—কোর্মা রেঁধে নিজেই আপন হাতে,
নুরজাহানকে খাইয়ে দিতেন—জাহাঙ্গীর রোজ রাতে
ছাতে বসে গাইতো যখন—রানা প্রতাপ সিং,
হাতে তালি দিয়ে খালি, রাণী খেতেন হিং।
চিংড়ি খেতেন—চচ্চড়ীতে—চীনের চৌ এন লাই,
এসব খবর বলুন দেখি—কোন কেতাবে পাই ?
খোঁড়া নবাব খেতেন কাবাব, কোলা ব্যাঙের ফ্রাই,
চেঙ্গিস খাঁয়ের এ কথা কি লেখা কোথাও পাই ?

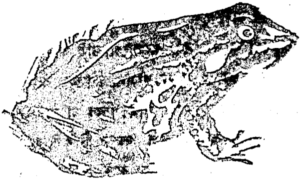

ঘন ঘন খেতেন বিলি—ভাবতে কি কেউ পারো ?
শুঁটকী মাছের সুপ্ খেত রোজ, সংগে কি কি আরো।
মানসিংয়ের মান ভাঙ্গাতে—মানকচু রোজ ভাতে,
সেদ্ধ করে চটকে রাণী খাইয়ে দিতেন হাতে।
বিশদ এসব বলব না আর, ছাপিয়ে কেতাব পরে,
পৌঁছে দেব—পাঁচ সিকেতে সবার ঘরে ঘরে।

জ্যোতিষ বিচার

জ্যোতিষিকে হাত দেখিয়ে—কিযে হল সেদিন থেকে
বিদঘুটে এক নেশায় গদাই—হঠাৎ যেন উঠল ক্ষেপে
জ্যোতিষ নাকি বিচার করে—দেখেছে তার হস্তরেখা
লটারীতে টাকা পাওয়া সেথায় আছে স্পষ্ট লেখা।

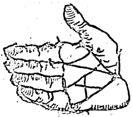

শুনেই গদাই সেদিন থেকে মরলো নূতন ঘোড়া রোগে,
টিকিট কাটা করল সুরু। কত বারণ করলো লোকে!
গদাই কি সেই পাত্র বাপু, পরের কথায় ওঠে বসে?
উড়িয়ে দিল সৎ—উপদেশ, উপেক্ষাতে মুচকি হেসে।
বললে, চিনি সব ব্যাটাকে, হিংসাতে সব পেটটি ঠাসা,
লোক নয়তো, পোক যত সব, আগাগোড়াই বদের বাসা।
হাতের টাকা ফুরুৎ হল। বেচল বাসন, পিতল, কাঁসা,
আংটি, ঘড়ি, সোনা-দানা, নামী-দামী ছিল যা যা!
বেচল বসত—সেই টাকাতে চলল দেদার টিকিট কাটা,
রইল গদাই—অচল, অটল, সাচ্চা বটে বাপের ব্যাটা।
বাড়ী ছেড়ে ফুটপার্তেতেঅবশেষে বাঁধল বাসা,
তবুও গদাই—ছাড়ল না সেই টাকা পাওয়ার শোনার আশা।
শুনছি নাকি ভিক্ষে করেও টিকিট আজও কাটছে গদাই—
সদাই বলে, ধৈর্য্য ধরে দেখুন না খেল্, শেষটা মশাই॥
ভুল হতে কি পারে কভু? হাতে যখন আছেই লেখা,
লক্ষ টাকা পাবোই পাব, সুখের দিনের পাবই দেখা।

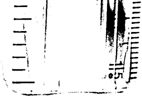

গুহ্য কথা

টাকার ছিল ঢাকায় বাড়ী
আধলী ছিল আন্দামান—
থাকত সিকি সদর টাকী,
বেচত বসে জর্দ্দাপান।
তুই আনী তার নানা নানী
থাকত ডুবাই, দামাস্কাস,
খেলতো দাবা, তিনটে হাবা,
কাটত কেবল ঘোড়ার ঘাস।

এক আনী তার মা' যে কানী,
কানা বাবার সংগেতে
থাকত সবাই সাকরাইলে
ঐ পাড়ে পূব-বাংলাতে
হাল আমলের কুড়ি নয়া
গয়ার ছিল পাণ্ডা সে।
ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে
বেচছে এখন আণ্ডা সে।
দশটি নয়া বড্ড পয়া
প্যায়রা বেচে পাবনাতে
কামিয়ে টাকা, দিচ্ছে চালান
জাবনা মেখে মক্কাতে।
পাঁচটি নয়া বেচে সায়া
সেমিজ, কামিজ কোলকাতা।
আমি ছাড়া বলবে কে আর
গুহ্য এমন সব কথা?

শালিক

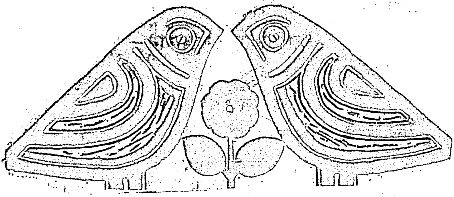

শালিক··· শালিক··· শালিক···
তারা নাকি শান্তিপুরের সাত-তালুকের মালিক ?
সাতটি পাখী চড়াই—
সেই তালুকের নায়েব নাকি, তাই কি এত বড়াই ?
সাতশো আছে তাদের নাকি উড়কী ধানের মরাই ?

সাত-তালুকে সাতটি হাজার প্রজা আছে নানা,
খাজনা নিতে বাজনা বাজায় রাম গরুড়ের ছানা।
করুণ সুরে কান্নাকাটি করতে সেথায় মানা—
করলে পরেই পাঁচ সিকে তার নগদ জরিমানা ॥

(যুগান্তর, ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং)

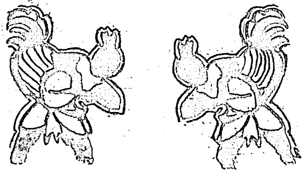

লাগ ভেল্কীর ছড়া

লাগ ভেল্কী লাগ—
কোলকাতাতে ঘুরতে এল—সোঁদর বনের বাঘ।

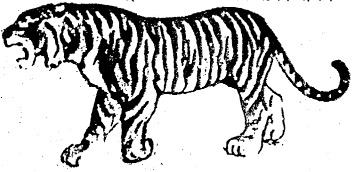

ট্রাম চড়বে, বাস চড়বে, চড়বে রেলের গাড়ী—
রানিং ট্রেনে, ক্যানিং যাবে—মামাশ্বশুর বাড়ী।
মাতাল শ্বশুর দৌড়ে গেল—দাঁতাল হাতীর বাড়ী
বললে, "দাদা, আসবে জামাই, দাওনা টাকা কুড়ি।"

হাতী বলে, "নাতী নিয়েই জমান সব টাকা—
এইমাত্র চলে গেল—কাকার কাছে ঢাকা।"
ঢাকা কোথায়? ঢাকা কোথায়? বাজিয়ে ঢাকী ঢাক—
করছে প্রচার—বললে সঠিক, সেজন পাবে লাখ।
খবর পেয়েই উড়ে এল—কাঁকনাড়ার কাক—
টাক্‌ডুমাডুম—বাদ্যি বাজে, লাগ্‌ ভেল্কী লাগ।

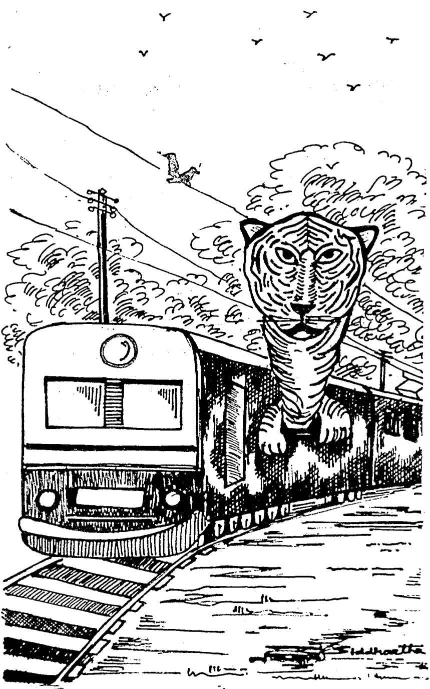

প্রকাশক ঃ প্রশান্ত তালুকদার, মৌসুমী সাহিত্য মন্দির॥ ১৫ বি, টেমার লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৯।

মূল্য- দুই টাকা